দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে পুরস্কার বিতরন ও বিদায় অনুষ্ঠান

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ পুরস্কার বিতরন ও বিদায় বরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে কেরু অফিসার্স ক্লাবে পুরস্কার বিতরন ও বিদায় বরন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

এ সময় তিনি বলেন,আমি প্রায় ৩ বছর আপনাদের সাথে ছিলাম এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাড়ানোর জন্য যা করার দরকার আমি সব কিছু করেছি। তাই আপনারা যারা আছেন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবেন। আমি এই প্রতিষ্ঠানের কথা কখনও ভুলবোনা এ প্রতিষ্ঠানের জন্য সব সময় আমার দোয়া থাকবে। আপনারা যারা আছেন সবাই মন প্রান দিয়ে আমার সহিযোগিতা করেছেন আমি আপনাদের ঝন শোধ করতে পারবো না।

এ সময় তিনি অফিসারদের মাঝে খেলাধুলার পুরস্কার তুলে দেন।এবং বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সৃতি চারন হিসাবে ক্রেষ্ট ও সম্মানা স্বারক তার হাতে তুলে দেন।

এ পুরস্কার ও বিদায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কেরু এ্যান্ড কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, মহাব্যবস্থাপক অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক জি এম ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক এ ডি এম ইউসুফ আলী, ডিহি ফার্ম ম্যানেজার ইমদাদুল হক, মিনারুল ইসলাম, অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ফার্ম ম্যানেজার সুমন কুমার সাহা। অপরদিকে রবিবার রাত ১০ টার দিকে নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানকে কেরু গেষ্ট হাউজে তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, মহাব্যবস্থাপক অর্থ

আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক জি এম ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, এডিএম ইউসুফ আলীসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা।

চুয়াডাঙ্গায় মানসিক

ভারসাম্যহীন দুই নারীকে

হাসপাতালে নিলো সাধারণ

শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে সাকিব বিশ্বাস নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কাজে আসেন। এ সময় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গুরুতর জখম অবস্থায় এক প্রতিবন্ধী মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে পড়ে থাকতে দেখেন এই শিক্ষার্থী। কৌতুহলবশত ওই নারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তিনি। ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে বুঝতে পারেন। পরে তার শরীরে গুরুতর জখম দেখতে পায়। সেই ক্ষতস্থানে পোকায় বাসা বেধেছে। এ সব দেখে ওই শিক্ষার্থী দ্রুত তার সহকর্মী ও সিনিয়রদের বিষয়টি অবগত করেন।

তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সহযোগিতায় ওই নারীকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে রোগীটির চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মহিলা সার্জারী ওয়ার্ডে তার চিকিৎসা চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাতের চিকিৎসার যাবতীয় মেডিসিন সহ অনান্য সামগ্রী কিনে দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত সাকিব বিশ্বাস বলেন, স্টেশনে আমরা একজন বৃদ্ধাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তার কাছে যেয়ে দেখি ডান পায়ের এক অংশ ইনজুরি এবং ক্ষত সৃষ্টি করে পোকা বাসা বেধেছে। আমরা চুয়াডাঙ্গা সাধারণ শিক্ষার্থী মিলে সিধান্ত নিই তার চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

শিক্ষার্থী শাফফাতুল ইসলাম বলেন, ওই নারীর পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি। তার চিকিৎসাসহ যাবতীয় সেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। পাশাপাশি তার পূর্ণবাসনের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফাহিম উদ্দিন মভিন, মাহবুবুর ইসলাম আকাশ, মুশফিকুর রহমান, সাদ, রিয়াজুল বাসার, মাহিম বিল্লাহ ও আকাশ প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় শিশু ফাহিমকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল

আলমডাঙ্গা উপজেলার নটা বিলের খালে পড়ে ফাহিম (৫) নামের এক শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দুপুর দেড়টার দিকে খাসকররা ইউনিয়নের সানবাধা রাইসা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৮ টার দিকে খুলনা জেলা অভিজ্ঞ চারজন ডুবুরি দল উদ্ধার কাজ পরিচালনা করেন।

নিখোঁজ শিশু ফাহিম রাইসা সানবাধা গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক আব্দুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, রোববার দুপুরে বাড়ির পাশে নটা বিলের খালের সাঁকোতে খেলা করছিল শিশু ফাহিম। ওই সময় ফাহিম খালের পানিতে পড়ে স্রোতে ভেসে যায়। পরিবারের সদস্যরা সাঁকোর উপর থেকে তার পায়ের স্যান্ডেল উদ্ধার করে। পরে বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযান চালায়। তাদের সাথে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন স্থানীয়রাও।

শিশুর পিতা গ্রাম্য চিকিৎসক আব্দুল হোসেন জানান, দুপুরে গোসলের আগে ফাহিম বাড়ির পাশে খালের সাঁকোর উপর খেলা করছিল। তার মা বাড়ির মধ্যে আসলে ফাহিম খালের পানিতে পড়ে যায়। পরে এলাকাবাসী

মিলে খোঁজাখুঁজি করলেও শিশু ফাহিমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সির্ভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, খবর পেয়ে বিকেলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। বর্ষার কারণে খালে স্রোত থাকায় শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, রোববার খুলনা ফায়ার সার্ভিসের অভিজ্ঞ ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযানে নেমেছে।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, খালের পানিতে শিশু নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দূর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা

শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে পূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আজ শনিবার সাড়ে দশটাই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম- সেবা সভাপতিত্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পূজা উদযাপন সনাতন ধর্মালম্বী নেতৃবৃন্দের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও আনন্দমূখর পরিবেশে পূজা উদযান করার জন্য পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা

সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি মাঠে কাজ করবে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা ও উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটি ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন; সভাপতি পলাশ,সম্পাদক তানজিল

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের আয়োজনে দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জোহা পলাশ।

এসময় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সাংবাদিক তাছির আহমেদ, আঃসালাম ও হাফিজুর রহমান কাজল। কোনো পদের বিপক্ষে প্রার্থী না থাকলেও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্ধীতা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে একের অধিক প্রার্থী হওয়ায় গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এপদে প্রতিদ্বন্ধীতা করেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব মুরশেদ বীন ফয়সাল(তানজির) ও সদস্য মোজাম্মেল শিশির।

বৈধ ২২ভোটের বিপরীতে গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ শেষে ১৭ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয় মুরশেদ বীন ফয়সাল(তানজির), একমাত্র প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী মোজাম্মেল শিশির পেয়েছে মাত্র ৪ভোট।

এদিকে বিনাপ্রতিদন্ধীতায় বিজয়ী হয়েছেন সভাপতি পদে শামসুজ্জোহা পলাশ, সহসভাপতি পদে মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে সাজিদ হাসান সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রকিবুল হাসান তোতা, কোষাধ্যক্ষ পদে শমশের আলী, দফতর সম্পাদক পদে এসএম সুজন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সালেকিন মিয়া সাগর, নির্বাহী সদস্য পদে তাছির আহমেদ, আঃসালাম, হাবিবুর রহমান, মেহেদী হাসান মিলন, আরিফুল ইসলাম মিলন।

দর্শনায় জামায়াতের উদ্যোগে উলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা ও দামুড়হুদা উপজেলার শাখার উলামা বিভাগের উদ্যোগে উলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টায় দর্শনা অডিটরিয়ামে অনুষ্টিত সভায় দর্শনা থানা উলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে ও দামুড়হুদা উপজেলা উলামা বিভাগের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আব্দুল খালেকের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আমীর ও বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা আমীর মোঃ রুহুল আমিন বলেন, আজকে আমাদের আলেম সমাজ কওমী ও আলিয়া দু’ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একপক্ষ নিয়েছে রাসুলের সুরত আর আরেক পক্ষ নিয়েছে সীরাত। ফলে আমরা অসম্পূর্ন হয়ে গেলাম। অথচ আমাদের রাসুলের সুরতও দরকার সীরাতও দরকার। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলাম বিদায় করা হয়েছে। ফলে আমাদের সন্তানেরা ইসলাম সর্ম্পকে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। তিনি আলেম সমাজকে সচেতন হবার আহবান জানিয়ে বলেন- নিজের ঘুমিয়ে থাকা চেতনাকে জাগ্রত করে সকলে মিলে এক আল্লাহর পথে চলতে হবে। আমরা আমাদের খুতবার মাধ্যমে ঘুম পাড়ানো ইসলাম আর শেখাবো না বরং সমাজকে জাগ্রত করার ইসলাম শেখাবো। আমরা সকলে একসাথে এগিয়ে গেলে হারিয়ে

যাওয়া ইসলাম পুনরুদ্ধার হবে ইনশাআল্লাহ।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারী ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, জেলা ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা লোকমান হোসেন, সেক্রেটারী মাওলানা হাফিজুর রহমান, মোজলিসুল মোফাচ্ছেরিনের জেলা সভাপতি মাওলানা আবু জার গিফারী, জামায়াতের দামুড়হুদা থানা আমীর মোঃ নায়েব আলী, সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল গফুর ও মাওলানা মাজাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক নিহত আহত -৩

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঠালতলা নামক স্থানে মোটরসাইকেলের সাথে পথচারিকে ধাক্কা মেরে মোটরসাইকেল চালক বাদশা নামের একজন নিহত হয়েছে। নিহত বাদশা (২৭) চুয়াডাঙ্গা আলোকদিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে ও আহত আলাউদ্দিন (৩৫) জয়রামপুর হাজীপাড়ার মৃত হাশেমের ছেলে, সোহান(১৮) পিতা আক্তার হোসেন আলোকদিয়া চকপাড়ার ও এখলাছ উদ্দীন (২৩) একই গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে। আজ রাত ৯ টার দিকে কাঠালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলোকদিয়া চকপারার সাইফুল ইসলামের ছেলে বাদশা, সোহান ও নাসির ছেলে এখলাছ একটি অ্যাপাচি ফোর ভি মোটরসাইকেল(যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর চুয়াডাঙ্গা – ল, ১২- ৮৫৩৯) দর্শনা দিক থেকে আসার পথে জয়রামপুর কাঠালতলা নামক স্থানে পৌঁছালে জয়রামপুর গ্রামের মৃত হাশেম আলীর ছেলে আলাউদ্দিন রাস্তা পার হওয়ার সময় সরাসরি ধাক্কা মারে। এতে চারজন রক্তাক্ত জখম হয়ে মেইন রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক আলোকদিয়া চকপাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে বাদশাকে মৃত ঘোষণা করে। অপরদিকে আলাউদ্দিন, সোহান ও এখলাছকে

ভর্তি করে। আলাউদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ খবর পেয়ে মোটরসাইকেলটি থানা হেফাজতে নেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই বাকী বিল্লাহ সততা নিশ্চিত করে জানান কাঠালতলা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে এবং তিনজন আহত হয়েছে নিহতর মোটরসাইকেলটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কেউ কোন অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে বাড়িসহ জোর পৃর্বক জমি দখল, ১১ মাস পরে মামলা

চুয়াডাঙ্গা সদরের দোস্ত গ্রামে বাড়িসহ জমি দখল করে নিয়েছে রাজু আহম্মেদ ও জলিল মোল্লা। এ ঘটনায়ে আজ শুক্রবার দর্শনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মামলার বিবরনে জানাগেছে,২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে চুয়াডাঙ্গার সদরের দোস্ত মৌজায় নিকট হতে ১৫নং খতিয়ান নং- আর, এস ৬৩০, দাগে ৩২৪ এর ৫.৬৮ শতক জমি ক্রয় করে মিজানুর রহমান। পরে মিজানুর রহমান দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের হাউলী গ্রামের মহাসিন আলীর কাছে বিক্রি করে। মহাসিন ঐ বাড়িতে বসবাস করা অবস্থায় চুয়কডাঙ্গা ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের নির্দেশে রাজু আহম্মেদ ও জলিল মোল্লা ঐ বাড়ি জোর পৃর্বক দখল করে মহাসিনকে জোর পৃর্বক তাড়িয়ে দেয়।

দীর্ঘ ১১ মাস পর দর্শনা থানা পুলিশ মামলা গ্রগন করে। গত বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মহাসিন (৪৩) মিজানুর রহমান (৩৩)ও বাদলসহ বাড়িতে উঠতে গেলে তাদের ৩ জনকে বেধড়ক মরপিট করে মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন হাউলী পাড়ার মৃত্য ফকির মোহাম্মদের ছেলে বাদি হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদরের দোস্ত মোল্লা পাড়ার কাদের মোল্লার

ছেলে, রাজু আহম্মেদ (৩৬) জলিল মোল্লা (৫২),বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও জোর পৃর্বক বাড়িসহ জমি দখলের একটি মামলা করে।

মামলা সুত্রে জানাগেছে, আমি উক্ত বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বিজ্ঞ আদালতে দেওয়ানী মামলা করি বিবাদীদ্বয়ও বাদী হয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করেন। উভয় পক্ষের মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। আমি নিজ নামে থাকা জমি দখল নিতে গেলে বিবাদীদ্বয় আওয়ামীলীগ সৈরাচার সরকার এর স্থানীয় নেতাদের সাহসে হুমকি ধামকি প্রদান করে উক্ত জমি ভোগ দখল হতে দূরে রাখে। পরবর্তীতে আমি আমার ক্রয়কৃত সম্পত্তি তাদের নিকট হতে দখল নিতে চাইলে বিবাদীদ্বয় আমার নিকট হতে ১০ লক্ষ টাকা দাবী করে। আমি তাদেরকে ১০ লক্ষ টাকা দিলে তারা আমার সম্পত্তি ছেড়ে দিবে। আমি তাদেরকে বিভিন্ন সময় নগদ ৪ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সময় প্রদান করি। তারপরও আমাকে বাড়িতে উঠতে দেয়নি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন আমরা তদন্ত করে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবো।

চুয়াডাঙ্গায় মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহাকে চাঁদাবাজি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের বেলগাছি রেলগেট এলাকা থেকে প্রথমে স্থানীয়রা আটক করে বিশ্বজিৎ সাহাকে। পরে স্থানীয় বিএনপি ও সাধারণ লোকজনের সহায়তাই তাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় একটি সুত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে বেলগাছি রেলগেট এলাকায় ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহাকে সাধারণ

জনগণ পিটুনি দেন। পরে জনগণই পুলিশকে খবর দিয়ে বিশ্বজিৎ সাহাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন। পুলিশ বিশ্বজিৎ সাহাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে থানায় নেই। দুপুরেই চাঁদাবাজি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউপি নির্বাচনে আফজাল হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অংশ নেন। ওই সময় বিশ্বজিৎ সাহা ও আরশাদ আলী চন্দনসহ আরও ৪-৫ জন আফজালের দোকানে এসে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে আফজালকে তুলে নিয়ে গিয়ে নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। এ সময় ৫০ হাজার টাকা দিলেও তারা পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে নেয়। এ সময় আফজাল হোসেনকে মারধরও করা হয়।

এই ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট আফজাল হোসেন বাদি হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় বিশ্বজিৎ সাহা সহ ছয়জনের নামে একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামী বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী বলেন, স্থানীয়রা হালকায় মারধর করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে বিশ্বজিৎ সাহাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে। দুপুরেই চাঁদাবাজি মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

দামুড়হুদার জয়রামপুরে মাঠে গরু চোরাতে গিয়ে বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।নিহত শাহার আলী (৪০) জয়রামপুর নওদা পাড়া গ্রামের মৃত নবীছদ্দীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে জয়রামপুর নওদা পাড়া গ্রামের

পুটিমারী খাল মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর নওদা পাড়া গ্রামের মৃত নবীছদ্দীনের ছেলে শাহার আলী পুটিমারী খাল মাঠে গরু চোরাতে যায়। এমন সময় বজ্রপাত হলে শাহার আলী আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফাহমিদা আক্তার রুনা পরিক্ষা নিরিক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা ডাঃ হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, বজ্রপাতে আহত শাহার আলী নামে একজনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।